দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষার্থীদের মারধরের প্রতিবাদে শিক্ষিকার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

■ কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

কালিয়াকৈর উপজেলার জালশুকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই ঘটনায় গ্রামবাসী প্রধান শিক্ষিকা জোবেদা আক্তারের অপসারণের দাবিতে মঙ্গলবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। ওই সময় উত্তেজিত গ্রামবাসী প্রধান শিক্ষিকাকে অফিস কক্ষে অবরোধ করে রাখে। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর থানা পুলিশ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সানোয়ার হোসেন ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তেজিত গ্রামবাসীকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।

এলাকাবাসী, প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী পরিবার জানায়, ওই দিন বিকালে ওই বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী ক্লাস চলাকালীন সময়ে চিৎকার করে। শিক্ষার্থীদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে প্রধান শিক্ষিকা জোবেদা আক্তার উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তিনি এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হন। ওই বিদ্যালয়ের ২০/২৫ জন শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণির একটি ক্লাস রুমের ভিতর আটকে রেখে বাঁশ দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এ সময় শিক্ষার্থীদের ডাক-চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে। ঘটনাটি শুনে ছুটে আসেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবক। শিক্ষার্থীদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন অভিভাবকরা। উত্তেজিত হয়ে পড়েন অভিভাবক ও গ্রামবাসী। অবরুদ্ধ করে রাখেন প্রধান শিক্ষিকা জোবেদা আক্তারকে। এ সময় অন্য সহকারী শিক্ষকরা পালিয়ে যায়। ঈশিতা নামের একজন ছাত্রীর হাত ভেঙে যায়। গুরুতর আহত শিক্ষার্থীরা হলো- সিফাত, রবিন, আফরোজা, লিমন, রত্না, সানজিদা, রাজিয়া সুলতানা, ফয়সাল ও রিয়া।

প্রধান শিক্ষিকা জোবেদা আক্তার জানান, পঞ্চম শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একটি করে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। এতে কিছু অভিভাবক ক্ষিপ্ত হয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সফি উদ্দিন খান ভোলা জানান, ওই শিক্ষিকা আগে থেকেই বিভিন্ন অনিয়ম করে আসছিল। আমরা তার যথাযথ শাস্তি চাই।

ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল আলীম জানান, অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীকে মারধরের ঘটনায় গ্রামবাসী উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পরে তাদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ইউএনও মো. সানোয়ার হোসেন জানান, ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপারিশপত্র প্রেরণ করা হবে।